இனி நான்!

সুনীল বসু মল্লিকের প্রযোজনায়

এমকেজি প্রোডাক্সন্স প্রাইভেট লিঃ-এর

"ওগো শুনছো"

সম্পাদনা ও পরিচালনা : কমল গাঙ্গুলী তত্ত্বাবধান : বিমল ঘোষ

কাহিনী : পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, সঙ্গীত-পরিচালনা : অনিল বাগচী, গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত, চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত, শিল্পনির্দ্দেশক : কার্ত্তিক বসু, সঙ্গীতানুলেখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, শব্দানুলেখন ; নৃপেন পাল, নৃত্যপরিচালনা : বিনয় ঘোষ, সাজসজ্জা : মুন্সীরাম শর্ম্মা

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনা : ভূপেন রায়, কানুরঞ্জন ঘোষ। সুরসৃষ্টি : অলোক দে। চিত্রশিল্পে : জ্যোতি লাহা। শব্দযন্ত্রে : শশাঙ্ক বসু, বলরাম বাড়ুই। সম্পাদনায় : প্রতুল রায় চৌধুরী। শিল্পনির্দ্দেশনায় : অনিল পাইন। ব্যবস্থাপনায় : প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, মনিলাল নন্দী, কেষ্ট, অনিল, রামপ্রসাদ, বহু। আলোক সম্পাতে : জগন্নাথ ঘোষ, শৈলেন দত্ত, রাম নায়ক, সুহাস ঘোষ, নব বেউড়া, হটলেকা, ধলেশ্বর, শ্যামল। যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা। প্রচার : দেবকুমার বসু। স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও সাংগ্রিলা।

পরিচয় লিখন : আর্টিস্ সারকেল।

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ফিল্মসার্ভিস লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার : গিনি প্যালেস্। উদয় রাজ সিং (চন্দননগর), এরিকসন্ টেলিফোন লিঃ। রায় ইলেকট্রিক কোং। রুনুস্ বুক কর্ণার। সেন ওয়াচ কোং।

পরিবেশনা : কালিকা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতার পরিবেশক : ডিষ্ট্রাবিউটাস সিণ্ডিকেট।

ভূমিকায়

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, অনুপকুমার, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অতনু, ডাঃ হরেন, শীতল, মঞ্জু দে, পদ্মা দেবী, সুমিতা ব্যানার্জী, জয়শ্রী সেন, শোভা, বাণী গাঙ্গুলী, মীরা দত্ত, অজন্তা কর, মণিকা ঘোষ, শুক্লা সেন, ছবি রায়, ইরা চক্রবর্ত্তী, শুক্লা দাস প্রভৃতি

প্রচার পরিচালনা : ফণীন্দ্র পাল।

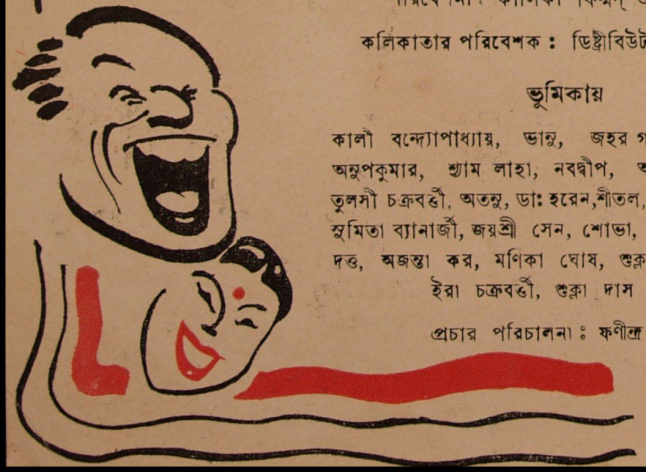

হৃদয়ের তাগিদেই হোক পৃথিবীর পুরুষ মাত্রই স্ত্রীর নিকট আত্মসমর্পণ করে' হাঁফ-ছেড়ে বাঁচে। এটাই নাকি চিরন্তন রীতি। এই রীতি আজও পৃথিবীতে বজায় আছে বলেই এখনও বিবাহের আচারটা চালু রয়েছে।

বি-এ-পাশ করা সুন্দরী বউ ললিতার কাছে বোস কোম্পানীর বড়বাবু মনোহর রায় আত্মসমর্পণের যে পরিচয় এই কাহিনীতে দিয়েছেন, তাতে তাঁর পৌরুষ সম্বন্ধে খুবই কি অনুযোগ করা চলে!

কপোত-কপোতীর নিরালা নীড়ের মত মনোহর ললিতার ছোট সংসার। তাদের মনের আকাশ গুমোট হয়ে থাকবার কথা নয়। অবশ্য মন-মেজাজ জখম-করা দু'একটা উদ্ভট ঘটনা প্রত্যেক সংসারেই ঘটে।

এই যেমন সেদিন ললিতার জিদ বজায় রাখতে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু নীলুর বাড়ীর ইলিশ মাছ খাওয়ার নেমন্তন্ন নাকচ করতে হল মনোহরকে। সিনেমা যে কোনওদিন যাওয়া চলত, কিন্তু বাঙ্গালবাড়ী ইলিশ মাছের নেমন্তন্নের দিনই যেতে হবে, এতে কার না মন মেজাজ বিগড়ে যায় বলুন! কিন্তু মন খারাপ করেই কি রক্ষে আছে? ললিতার বাহুবল্লরীর ফাঁসে দয়িতকে অবশেষে হার মানতেই হয়। রাগ-অনুরাগের প্রতিযোগিতায় ললিতারই হয় জয়।

স্ত্রৈণ কথাটা অপবাদের। পৌরুষের অভাব থাকলেই নাকি স্ত্রৈণ হয়। ভয় ভক্তিতেই হোক বা প্রণয়-ডোরে বাঁধা

এহেন সুখের সংসারে হঠাৎ একদিন দেখা দিল এক টুকরো কালো মেঘ। মনোহরের অফিসের সহকর্মী বদন ঢোল আর ফটিক চাকলাদার। কোন অসদুদ্দেশ্য তাদের ছিলনা—কিন্তু তারাই হঠাৎ এমন এক কাজ করে বসল, যার ফলে মনোহরের সুখের সংসার টলমল করে উঠল।

নিয়মিত সাড়ে পাঁচটায় বাড়ী ফেরে মনোহর। কিন্তু আজ হোলো কি লোকটার? সাড়ে ছটা বেজে গেল! ললিতা স্বামীর অহেতুক বিলম্বে মনে মনে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময় ললিতা-সখি রমা এসে মুচকি হেসে জানিয়ে যায়—'মনোহরদার বাড়ী ফিরতে আজ হয়ত দেরী হবে'—কারণ, সঙ্গের মেয়েটিকে নিয়ে তাঁকে খুব ব্যস্ত থাকতে দেখে এসেছে সে এইমাত্র।—মেয়ে!! আত্মীয়া নয়, তা সে জানে—কিন্তু এতখানি অন্তরঙ্গতা!—সন্দেহ আর ঈর্ষার ছোঁয়া লাগে ললিতার মনে। রাত্রে বাড়ী ফিরে মনোহর যখন স্বাভাবিকভাবেই জানায় যে সে মেয়েটির বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছে, খাবে না'—তখন ক্ষুব্ধই হয় না—সন্দেহ আর ঈর্ষার জ্বালাও সে অনুভব করে। তাই সে রাত্রি কাটে পরস্পরের মন বোঝাবুঝির মধ্যে। মানসী মনোহরের গ্রামের মেয়ে—তাদের পরিবারের সংগে মনোহরের যথেষ্ট ঘনিষ্টতা ছিল—ললিতার ঈর্ষাকাতর মন এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হবে কেন? বিশেষ করে মানসী যখন মনোহরের অফিসের লেডি-টাইপিষ্ট—রোজই দেখা হয় দুজনের। সন্দিগ্ধ মনের কাছে নতুন কোন কারণ দেখা না দিলে হয়তো এই মনোমালিণ্য আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারতনা। কিন্তু তার পরদিন মনোহরের ময়লা সার্টের পকেট থেকে বেরুল মানসীকে দেওয়া এক পত্র—যার মর্মার্থ হল—"তোমার সংগে নিরিবিলিতে কিছু আলাপ করতে চাই"—নীচে লেখা "সহকর্মী"। ললিতা জানে এর অর্থ কি! তাহলে মনোহর শেষ পর্য্যন্ত উচ্ছন্নে গেছে।—

ললিতার এই ঈর্ষাকাতর মনে ইন্ধন জোগাল মনোহরের অফিসের কাজের চাপ। কিন্তু ললিতাকে তা বোঝাবে কে? মনোহরের কোন কথা বিশ্বাস করার মত মনের স্থৈর্য্য তার এখন নেই। তাই যখন সিনেমা হাউসের সামনে বাসের মধ্যে মনোহর আর মানসীর হাস্যমুখর ছবি রমা তাকে ডেকে দেখাল, তখন ললিতা মনে মনে স্থির-প্রতিজ্ঞ হল, এবার তাকে সক্রিয় বিরোধিতায় নামতে হবে। তার মত শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে এভাবে নির্ব্বিকার থেকে স্বামীকে 'নষ্ট' হতে দেওয়া চলেনা।

বড়বাবুকে যেদিন বড়সাহেব তাঁর নতুন লেডি-সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আঁত্‌কে উঠল মনোহর। কী সর্ব্বনাশ এ যে ললিতা। সে কি জানেনা বোস সাহেবের কড়া হুকুম স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে এক অফিসে কাজ করতে পারবেনা। মনোহর ও নীলমণির বহু অনুরোধ ও উপরোধ নিরস্ত করতে পারলনা ললিতাকে। ক্রুদ্ধ মনোহর বাড়ী ছেড়ে গিয়ে উঠল নীলুর ওখানে। কিন্তু তাতেই কি শান্তি আছে? একই অফিসে সামনাসামনি বসে পরস্পরের সম্পর্ক প্রতি মুহূর্ত্তে লুকিয়ে রাখার সন্তর্পণ ও সতর্ক প্রচেষ্টা মাঝে মাঝে যখন বেফাঁস হয়ে পড়ার উপক্রম হয়, তখনই হয় মুস্কিল।

মিঃ বোস সস্ত্রীক বিলেত যাচ্ছেন—মিসেস্ বোস চান নিজের বাড়ীতে ষ্টাফের সকলকে সস্ত্রীক ডেকে এনে একটা দিন আনন্দ করেন। মিসেস্ বোসের ইচ্ছা যখন, তখন স্ত্রী সংগে নিয়ে আসতেই হবে—মিঃ বোস সকলকে জানিয়ে দেন। ললিতাকে নিজেদের ব্যারাকপুরের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন মিসেস বোস।

মনোহর আর নীলুর মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে। মনোহর স্ত্রী পাবে কোথায়? ললিতা ত মিসেস্ বোসের বাড়ী গিয়ে বসে আছে! সেখানে গিয়ে পরিচয় দিলেও ত আর এক সর্বনাশ! দু'জনেরই চাকরী যাবে। নীলু পরামর্শ দেয়, তার শালী পচিকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু নিজের স্ত্রী আরতির কাছে এই প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে তার যে অভিজ্ঞতা হল, তা সত্যিই মনে রাখবার মত। কিন্তু স্ত্রীর কাছে ব্যর্থ হলেও পরদিনই সে মনোহরের জন্য এক স্ত্রী দাঁড় করাল—স্ত্রী সাজবে এ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রী রীণা মল্লিক—পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে; সর্ত্ত—রাত ৯টার মধ্যে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে।—সেদিন মিঃ বোসের বাড়ীর আনন্দমুখর রাতে মুখোমুখি দাঁড়াল—মনোহর—ললিতা—আর মনোহরের ভাড়া করা বৌ রীণা!—বোস সাহেবের কড়া পাহারা—রীণার বাড়ী ফেরার তাগাদা—ললিতার নিরুপায় মূক মর্মবেদনা—আর সর্বোপরি মনোহরের নিদারুন অসহায়তা—সবে মিলে পরবর্ত্তী কয়েকটি মুহূর্ত্ত যে অদ্ভুত অনভিপ্রেত জটিলতার সৃষ্টি করল—আর কি ভাবে শেষ পর্য্যন্ত সেই জটিলতার নিষ্পত্তি হল—তারই ঘটনা-বিন্যাস হাসি আর হাসির রঙ্গীণ ফোয়ারায় নিতান্ত নীরস প্রাণেও স্ফুর্ত্তির বান ছুটিয়ে দেবে। পাশে উপবিষ্ট অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ডেকে নিশ্চয়ই আপনাকে বলতে হবে—"ওগো—শুনছো?"

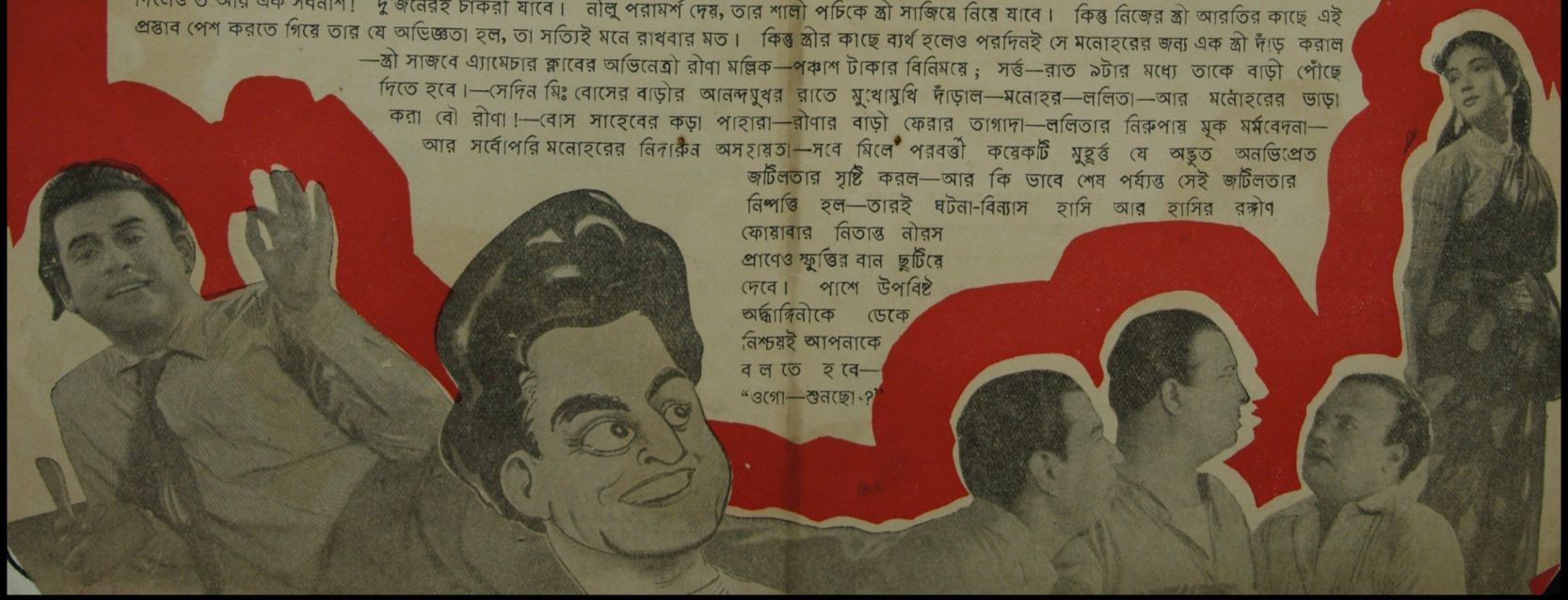

(১)

ললিতার গান। [এইচ-এম-ভি-এন ৭৬০৬]
[গায়ত্রী বসু]

মন যে বলে যাই গো চল
রূপকথারই সেই সে দেশে।
সন্ধ্যাতারা উঠল যেথা
সন্ধ্যামনি ফুটল হেসে॥

নেই কো ব্যথা নেই কো কাঁদা
দুঃখ যেথা যায় না দেখা
রামধনুকের সাতটি রংএ
যার ঠিকানা রয় গো লেখা॥

একটু আলো একটু আশা
আজকে যেথা বাঁধছে বাসা
কল্পনারি এই যে মায়া
গন্ধে রংএ ছন্দে মেশে॥

(২)

শ্যামলের গান—[এইচ-এম-ভি, এন-৭৬০৬]
[শ্যামল মিত্র]

ফালগুন দেয় দোল
লাগে তাই হিল্লোল
হৃদয়ের দ্বার খোল খেয়ালী।

ভ্রমরের মিঠে বোল
শুনে আজ ব্যথা ভোল
প্রাণে তোর জ্বেলে তোল দেয়ালী॥

তারাদের নীলচোখ ঝিলমিল ঝলকায়
সারা রাত শোনে গান পরীদের জলশায়
মহুয়ার নেশা যে দখিনায় মেশা যে
চলে তাই ঝিঁঝিঁদের হিজিবিজি হেঁয়ালী॥

এল আজ লগ্ন নিয়ে ফুল গন্ধ
সুরে সুরে মগ্ন তাই এত ছন্দ
মালতীর মিতা আর পাপিয়ার পিয়া কয়
রংএ রাঙ্গা মধুমাস হল আজ মধুময়
নয় আর ভাবনা কি পাব কি পাবনা
ফুল মধু দিয়ে বঁধু ভরা থাক পেয়ালী॥

(৩)

মানসীর গান—[এইচ-এম-ভি, এন-৭৬০৫৯]
[আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়]

আকাশে গোধূলীর কুমকুম
মাটিতে মুকুলের মরশুম
আর একটু পরে চাঁদ উঠবে
দুটি একটি করে ফুল ফুটবে।
কে এসে চুপি চুপি গানে গানে
অলখে দোলা দিয়ে প্রাণে প্রাণে
গোপনে কি যে বলে কানে কানে
লাজের বাধাটুকু টুটবে!
উতলা হিয়া তাই খুশীতে
দূরের ঐ সীমা ছাড়িয়ে
এ আধো আলোছায়া মায়াতে
কে জানে যায় কোথা হারিয়ে
আবেশে যেন আজ ক্ষণে ক্ষণে
মাধুরী ভরে ওঠে মনে মনে
বুঝি সে অমরার বনে বনে
স্বপন পারিজাত লুটবে॥

জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩

এমকেজি'র
আগামী
নিবেদন-
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে
শ্রেষ্ঠাংশে-কমল মিত্র
কংসনিধন
নমস্কার
স্যার
শ্রেষ্ঠাংশে-উত্তমকুমার